DECLARATION

I, Tania Chakraborty, bearing Registration No. Ph.D/1245/2010, Dated 04-10-2010, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled " অভিজিৎ সেনের আখ্যানবিশ্ব ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন " **(Narrative World of Abhijit Sen : An Analytic Study)** is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University / Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Date :

Place : Assam University, Silchar **(Tania Chakraborty)**

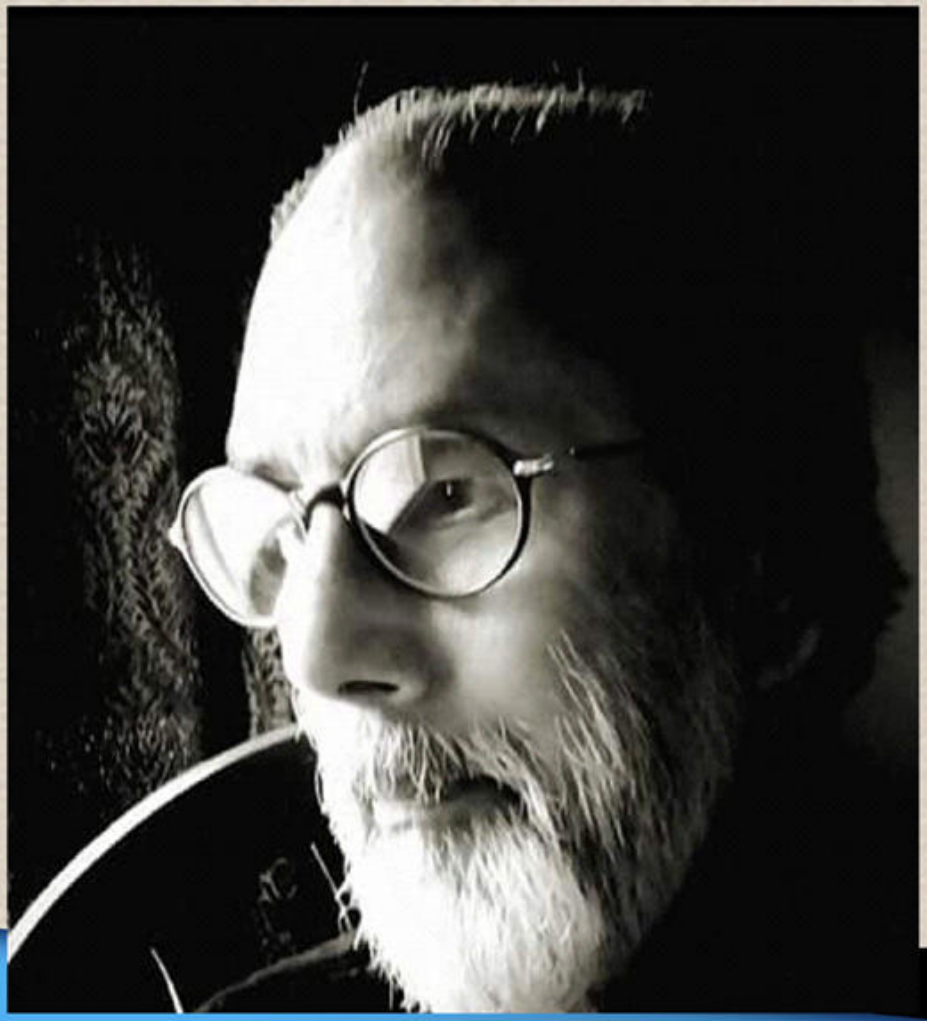

অভিজিৎ সেন

– সূচিপত্র –

প্রাক্‌কথন পৃষ্ঠা ৫-৯

প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১০-৪০

অভিজিৎ সেন ঃ জীবন, সৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৪১-৬৯

'রহু চণ্ডালের হাড়' ঃ উপনিবেশোত্তর অধ্যয়ন।

তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭০-১১২

প্রত্নকথার বিনির্মাণ ও বিকল্প আধুনিকতার সৃজন ঃ
নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় পাঠ– 'রহু চণ্ডালের হাড়',
'দেবাংশী', 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', 'রাজপাট-ধর্মপাট'।

চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা ১১৩-১৫৪

রাজনৈতিক সময়ের আখ্যান
বিশেষ পাঠ ঃ 'ছায়ার পাখি', 'অন্ধকারের নদী', 'আঁধার মহিষ'

পঞ্চম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৫৫-১৯২

কৃষকের জীবনের শরিক যে জন ঃ বিশেষ পাঠ-
'বর্গক্ষেত্র', 'হলুদ রঙের সূর্য', 'মেঘের নদী'।

ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৯৩-২২৫

অভিজিৎ সেনের গল্পের ভুবন ঃ যাপনকথার বহুস্বর

উপসংহার পৃষ্ঠা ২২৬-২৪৩

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা ২৪৪-২৫৩

— প্রাক্‌কথন —

-ঃ প্রাক্‌কথন ঃ-

বাংলার সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্তরের দশকের একটি আলাদা জায়গা রয়েছে। সত্তরের দশকে বাংলা কথাসাহিত্য যেন এতদিনকার সমস্ত জীর্ণ, অভ্যস্ত কাঠামোগুলোকে ভেঙে একটা নতুন সম্ভাবনার আলো ফুটিয়ে তুলেছিল। এতদিনকার উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক তথাকথিত 'আধুনিক' উপন্যাস, গল্পাদি আমাদেরকে বাংলার যে প্রকৃত বাস্তবিক রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সত্তরের দশকের কিছু অত্যন্ত প্রতিভাবান, দায়িত্বশীল, মাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত লেখক এসে সেই বিচ্ছিন্নতা থেকে বাংলার পাঠক কূলকে মুক্তিদান করলেন। এমনই একজন লেখক হলেন অভিজিৎ সেন।

লিটল ম্যাগাজিন এর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেও অভিজিৎ সেন তাঁর লেখনীর গুণে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালি পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অভিজিৎ সেন এর 'রহু চণ্ডালের হাড়' ১৯৯২ সালে বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর এই জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তি আরও বিশালতা পায়। লেখকের 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসটি স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম পড়ার সুযোগ হয়েছিল। একটি যাযাবর গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে লেখা এই উপন্যাসটিতে কাহিনির এমন অপূর্ব গ্রন্থনা, চরিত্রাদির এত নিখুঁত উপস্থাপনা, প্রত্যেকটি বিষয়ে এত detailed বর্ণনা আমাকে উপন্যাসটির রচয়িতা সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী করে তুলেছিল। আগ্রহটি যে নিতান্ত ক্ষণিকের জন্য ছিল না তা বুঝতে পারলাম, যত স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর গবেষণার বিষয় নির্বাচনের সময় 'রহু চণ্ডালের হাড়' ও এর রচয়িতা অভিজিৎ সেনের কথাই সর্বপ্রথম মাথায় এলো। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার লেখকের আরও কিছু গল্প উপন্যাস পড়া হয়ে গেছিল। যাই হোক, লেখকের নির্বাচিত কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০১০ সালে গবেষণার প্রস্তাব নিবেদন করি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে ''অভিজিৎ সেনের আখ্যানবিশ্ব ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন'' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ করার অনুমতিও লাভ করি। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অধ্যাপক

দেবাশিস ভট্টাচার্য স্যারের অধীনে কাজ করার সুযোগ পাই।

কোনো লেখকের গল্প উপন্যাস ভালোলাগা, আর তা নিয়ে প্রণালীবদ্ধ গবেষণা করা যে এক কথা নয়, তা কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম। যে উপন্যাসগুলি এতদিন নিছক ভালোলাগার জন্যই পড়ছিলাম, এখন এগুলো আবার পড়তে গেলে প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি ভাবনা এক একটা নতুন আঙ্গিক নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল আমাদের সামনে। স্নাতকোত্তর স্তরে 'সাহিত্যতত্ত্ব' বিশেষ বিষয় হিসাবে থাকার দরুনই হয়তো অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় 'দ্রষ্টাচক্ষু'ই আমাদেরকে এই নতুন প্রেক্ষিতগুলোকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করছিল। ফলে 'রহু চণ্ডালের হাড়' এ কীভাবে ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রয়াস সংযুক্ত রয়েছে, কীভাবে সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গের চেতনার রঙে ভেসে আছে লেখকের গল্পবিশ্ব, কীভাবে কৃষকের জীবনের আখ্যান লুকিয়ে আছে তার রচনার গভীরে, কীভাবে মিথ লোককথা বিনির্মিত হয়ে আধুনিক যুগের প্রকৃত আধুনিকতাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে লেখক অভিজিতের রচনায়– এগুলি আরও স্পষ্টভাবে ওঠে আসতে থাকে আমাদের সামনে এবং এই পথেই এগোয় আমাদের গবেষণার কাজ।

এই গবেষণার সূত্রে লেখকের রচনাদির উপর হওয়া বিভিন্ন আলোচনা আমরা অধ্যয়ন করেছি। লেখক যেমন ছোট পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেছিলেন, তেমনি লেখকের সৃষ্টির উপর আলোচনার মাধ্যমও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিটল ম্যাগাজিন। এই দুষ্পাপ্য লিটল ম্যাগাজিনগুলো আমাদের কাজে বিশেষ সহায়তা করেছে। এজন্য 'কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র' এবং এর পরিচালক শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। কাজটির শুরু থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি আমাকে সর্বাধিক সহায়তা ও সাহস জুগিয়েছেন তিনি আমার অভিভাবকতুল্য তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক দেবশিস ভট্টাচার্য। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এখানে পর্যাপ্ত নয়।

যে লেখকের গল্প-উপন্যাসাদি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করলাম, সেই স্বনামধন্য লেখক অভিজিৎ সেন নিজে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান সময় আমাকে দান করেছেন। তাঁর

সহায়তা ছাড়া এই কাজটি নির্ঘাত অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। কেবল মৌখিক সহায়তা মাত্র নয়, যখন যা তথ্য আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে তা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। গবেষণার কাজ চলাকালীন তিনবার আমি লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করি, এবং লেখকের অমায়িক ব্যবহার ও আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করায় তাঁর উৎসাহ আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছে। হয়তো অভিজিৎ সেনের মতো লেখকের কাছেই এই ব্যবহার লাভ করা সম্ভব।

গবেষণার কাজ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় বছরেই আমার একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি হয় এবং সেইসঙ্গে একগুচ্ছ দায়িত্ব ও স্কুলে চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার কাজও শুরু হয়। ফলে গবেষণার কাজে যতটুকু মনোযোগ তথা সময় দান করা প্রয়োজন ছিল তা বহুলাংশেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও আমার পারিবারিক কিছু অসুবিধা তথা পিতৃদেবের অসুস্থতাও কাজের গতিতে কিছুটা স্লথতা এনে দেয়। যদিও এই পর্যায়ে আমি আমার মাতা শ্রীমতি অঞ্জলি চক্রবর্তী ও অসুস্থ পিতা শ্রী তপোধীর চক্রবর্তী উভয়ের কাছ থেকেও যথেষ্ট মানসিক প্রেরণা পেয়েছি। যদিও বিভিন্ন কারণে আমার গবেষণার কাজটি যতটুকু সম্ভাবনাশালী হবে বলে প্রথমে আশা করেছিলাম ততটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি বলে আমার মনে হয়। তবুও অভিজিৎ সেনের রচনার অনুরাগীদের এবং তত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের গবেষণাকর্মটি কিছুটা আনন্দ তথা সহায়তা প্রদান করতে পারবে বলে আশা করি।

অভিজিৎ সেনের রচনাকে দেখবার, বোঝবার, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার প্রক্রিয়ায় অনেক জনের লেখাপত্র এবং সাহচর্য আমাকে সাহায্য করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে কোরক, জনপদপ্রয়াস, নিসর্গ, উত্তরধ্বনি প্রমুখ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ, অলোকরঞ্জন চক্রবর্তী, শোহেব শাহরিয়ার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অনন্যা বড়ুয়া প্রমুখের অভিজিৎ সেনের রচনা বিষয়ক লেখালেখি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। এছাড়া আমাদের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের বিভিন্ন তাত্ত্বিক

আলোচনা আমার রচনায় পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে, তাই তাঁদের প্রতি আমি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা চলাকালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নিয়মমাফিক আলোচনাপত্র উত্থাপন করতে হত। আলোচনা পত্রের উপর বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আলোচনা ও পরামর্শ আমাকে দিশা দেখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রমা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বেলা দাস, অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী এবং অধ্যাপক প্রিয়কান্ত নাথের কথা। এ প্রসঙ্গে আরেকজন ব্যক্তির নাম অবশ্য উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন কবি প্রাবন্ধিক অঞ্জন সেন। অভিজিৎ সেনের সাথে যোগাযোগ তথা তাঁর লেখনী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে অঞ্জন সেন স্যার আমাদের বিশেষ সহায়তা করেছেন।

গবেষণাসন্দর্ভটির মুদ্রণে আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন সারদা প্রিন্টার্স, করিমগঞ্জ এর সত্তাধিকারী শ্রী হিরন্ময় দাস এবং তাঁর কর্মীবৃন্দ। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রুফ দেখার কাজে আমার অনভিজ্ঞতার দরুন কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে। এর জন্য আমি আমার দুর্বলতা স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করছি।

তানিয়া চক্রবর্তী